ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামী সারদানন্দ

ধৈর্য্য ধর, পবিত্রভাবে নির্ভীকহৃদয়ে তাঁহারই অনন্তশরণ হইয়া থাক···তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক লীলা প্রকটিত হইবে···শ্রীসারদানন্দ···শক্তিপূজা, ৬৫

মূল্য ছয় আনা

"ত্বং দেবী জননী পরা"

শ্রীশ্রীযুগেশ্বর-কৃপাপ্রাপ্তা
বিশ্বেশ্বর-বিলীনা
শ্রীমতী গণুর
অনুস্মরণে
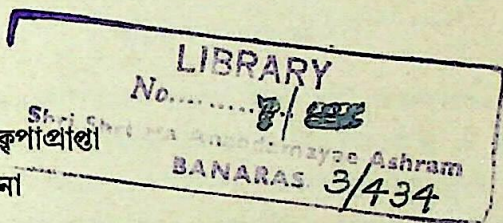
মাঘী সংক্রান্তি প্রাতে আট ঘটিকায়
১২।২।১০ আন্দাজ ৪৬।৪৭ বয়সে
যোগীনমা ও স্বামী সারদানন্দের
শিবময় সান্নিধ্যে শিবত্বপ্রাপ্তি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব
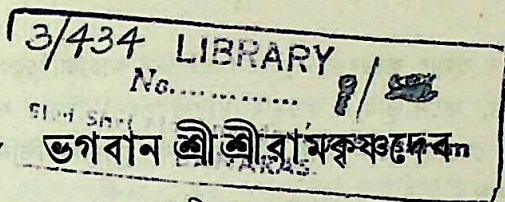
স্বামী সারদানন্দ

[লীলাপ্রসঙ্গের ষষ্ঠভাগ লেখার ইচ্ছা স্বামী সারদানন্দের মনে উদয় হইয়াছিল। সাধুভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ইদানীং মধ্যে মধ্যে ঐ কাজে লাগিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। তাঁহার দুইখানি ছোট ছোট নোটবুক আমাদের কাছে ছিল। একখানিতে একস্থলে লেখা আছে—"References to be made in 6th part Lilaprasanga or কাশীপুরে ঠাকুর"—এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় নাই। উক্তকল্পে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা অধুনা পরিশিষ্ট-আকারে লীলা-প্রসঙ্গ পঞ্চমভাগভুক্ত। দেখা যাইতেছে, এই দুই খাতার অনেক সংবাদই ইতঃপূর্ব্বে ছাপা হইয়া গিয়াছে। বাকি নূতন সংবাদগুলি, যাহা তিনি পূর্ব্বে ব্যবহার করেন নাই, লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন মাত্র (ভবিষ্যতে ব্যবহার করিতেন কিনা বলা যায় না) তাহা বাছিয়া সাজাইয়া দেওয়া গেল। স্মরণ রাখিতে হইবে, এইগুলি প্রবন্ধের উপাদান বা খসড়ামাত্র, পূর্ণাবয়ব প্রাণবন্ত রচনা নহে। স্বামীর (১৮৬৫-১৯২৭). হাতেলেখা নোটগুলি যথাসম্ভব তদ্দত্ত আকারেই রক্ষিত হইল। রামকৃষ্ণলীলাবিৎ মাত্রেই জানেন যে তদীয় বালক শরচ্চন্দ্রকে পূর্ব্বগামী ভিন্নদেশী এক মহনীয় জগদ্‌গুরুর সহিত সংযুক্তরূপে দক্ষিণেশ্বরেশ্বর সুস্পষ্ট সন্দর্শন করেন। সুতরাং ঋষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব স্বামীর স্ব-ভাবসিদ্ধ। বাহিরে তিনি সদাই সহজ ভাবগম্ভীর চাপা মানুষ। এই আর্ষ-মনীষায় উদ্দীপিত মহান আত্মা, দৃঢ়তনু-মধ্যে সুদৃঢ়মন, যোগস্থ পৌরুষের প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তির অন্তরালে অতুল সহনশীলতা

ও মাতৃসম সুমধুর হৃদয়বত্তা—যুগদেব প্রতিষ্ঠিত আচার্য্যবিবেক-নিষেবিত আদর্শপীঠ, তপোভূমি ও কর্ম্মভূমি হইতে সহসা বিদায় লইয়া যেন বুঝাইয়া গেলেন—কে তিনি, কিরূপই বা মূল্যবান তিনি।—প্রণত নির্লেপানন্দ]

শ্রীশ্রীমার (১৮৫৩-১৯২০) জয়রামবাটী হইতে প্রথম দক্ষিণেশ্বর আসার (১৮৭২) পথে প্রথম মা কালীকে দর্শন।—ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশিত। কালী বলেন 'আমি তোমার বোন হই' (সাধকভাব ৩৪৭)।

দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীমা অবস্থান করিতেন তখন ঠাকুর মাঝে মাঝে মাকে অনেক বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। মা বলিতেন—"এখনি উত্তর দিতে পারব নি। পরে—বুঝে বলব।" ঠাকুর—"এখনি বল না, তুমি আর কার সঙ্গে বুঝতে যাবে, যে, 'পরে—বুঝে—বলবে?' শ্রীমা তবুও বলতেন পরে—বুঝে, বলব। তারপর নহবতে গিয়ে মা কালীর নিকট খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করে বলতেন—"মা, তুমি আমায় যা বলবার, বলে দাও।" ঐরূপ করলেই তাঁর মনে ঐ বিষয়ের একটি মীমাংসা উদয় হত ও ঠাকুরকে গিয়ে বলতেন। (মা অজ্ঞাতসারে ঠাকুরেরই সাধনকালের পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন—"আমি বলতুম—মা, এ বলছে এই, এই; ও বলছে, আর এক রকম। কোন্‌টা সত্য, তুই আমায় ব'লে দে!"—কথামৃত ২য়, ২৩৭—সম্পাদক)

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের খুব যখন অসুখ বেড়েছে—শ্রীমা কাতর হয়ে পড়ে আছেন, এমন সময় দেখেন—সেই কালো মেয়ে, এত বড় চুল, এসে কাছে বসলেন। মা বললেন—ওমা, তুমি এলে! মা কালী—'হাঁ, এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম।' আরও সব কি কথার পর শ্রীমা দেখলেন, ঐ কাল মেয়েটি ঘাড়টি বেঁকিয়ে আছেন; দেখে জিজ্ঞাসা

করলেন, 'তুমি ঘাড় মাথা অমন বেঁকিয়ে রয়েছ কেন?' মা কালী বললেন—'গলার ঘায়ের জন্যে'। শ্রীমা—'ওমা! ওঁর গলায় ঘা হয়েছে, তোমারও হয়েছে?' মা কালী—'হাঁ'। এইরূপে ঠাকুর ও তিনি যে এক, ইহা মাকে বুঝিয়ে দেন। (ঠাকুরের দেহান্তক্ষণে মার—ওমা কালী, তুমি আমাদের ফেলে কোথা গেলে, গো—বলিয়া ক্রন্দনের মূল, এই প্রত্যক্ষ দর্শন—সঃ)

ঠাকুর কাশীপুরে যখন—শ্রীমা একদিন তাঁকে খাওয়াতে উপরে গেছেন—কথায় কথায় ঠাকুর বললেন—'অষ্টা-কষ্টে' খেলেছ? (পল্লীর একপ্রকার কড়িখেলা—সঃ) মা—না। ঠাকুর—'তাতে যুগ বাঁধলে আর সে গুটিদের কাটা যায় না। সেইরূপ, ইষ্টের সঙ্গে যুগ বাঁধতে হয়, তাহলে আর ভয় থাকে না। নইলে পাকাগুটি হয় আর ক্যাচ্ করে কেটে দেয়। ইষ্টের সঙ্গে যুগ বেঁধে সংসারে চললে আর কাটা যাবার ভয় থাকে না।' শ্রীমা ঐসব কথাও শুনছেন, আবার এটা ওটা ঠাকুরের কাজও করচেন। তাই দেখে ঠাকুর ঐসব কথা বলতে বলতে রহস্য ক'রে বললেন—"অ মাসী! শুনচুস্? না—এইটি?" শ্রীমা বলেন—"আমি অবাক্!"

হলধারীকে মা কখনও দেখেন নাই। কারণ তাহার মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরে আসেন। হলধারীর সহিত সম্বন্ধ না জানিয়া ঠাকুরের সম্মুখে মা একদিন তাহার (হলধারীর) নাম ধরায় ঠাকুরের হৃদয়কে বলা মাকে বলিয়া দিতে যে, হলধারী তাঁর ভাসুর ছিলেন; সেজন্য নাম ধরিতে নাই।

ষোড়শী পূজার সময় হৃদয় বোধ হয় কালীঘরের পূজায় ব্যস্ত ছিল। অথবা, তাহাকে লুকাইয়া ঐ পূজা হয় তাহা ঠিক জানা যায় না।...... মা গৌরী পণ্ডিতকে দেখেন—ষোড়শীপূজার কয়েকমাস পরে দেশে ফিরিয়া যান। (মার কথাগুলি শরৎমহারাজ যোগীনমা মারফৎ

পান—ঠাকুরের প্রায় সকল শিষ্যদের সমক্ষেই মা সলজ্জা থাকিতেন—সঃ)

রাখাল মহারাজের—নিকট হতে প্রাপ্ত—শশধর-বাড়ীতে ঠাকুর আগে যান। স্বামীজীই তাঁকে শশধরের কাছে নিয়ে যান। শশধরের বক্তৃতাদি শুনে ও ভূধরের সহিত আলাপ থাকায়, স্বামীজী মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে যাইতেন। তারপর আলমবাজারে বক্তৃতা করতে এসে শশধর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে আসে।

শশী মহারাজের নিকট হতে—গোপালের মাকে নিরঞ্জনের ভাল মশারি দেওয়া। সমস্ত রাত্রি গোপালের মার ঘুম নেই, পাছে মশারি ইঁদুরে কাটে। ভোরে উঠে মশারি নিয়ে মঠে (বরাহনগর) এসে ফিরিয়ে দেওয়া। গোপালের মা একদিন ভাত রেঁধে পাতে ঢালছেন, পাতাখানা হাওয়াতে কেবল উড়চে, কাজেই ঢালা হচ্ছে না। এমন সময় একটি ছোট ছেলে এসে পাতাধরা ও গোপালের মার ভাত ঢালা। পরে গোপালের মার মনে হওয়া—ছেলেটি কে ?. দেখেন—কেউ কোথায় নাই।

যোগীনমার (১৮৫১-১৯২৪—গণুরমা বা গণির মা) নিকট প্রাপ্ত। কাশীপুরের বাগানে—আগের দিন রাত্রে ঠাকুরের (গলাদিয়ে) রক্তবেশী পড়েছে। ভোরে যাওয়া—বৃন্দাবনে যাবার (স্বামীর মৃত্যুর পর। স্বামী—কথামৃত ৫ম ভাগের বিশপৃষ্ঠার বিশ্বাসবাবু) আগে দর্শন ক'রে যাবেন বলে। ঠাকুরের কৃষ্ণমাতার ছবি পেড়ে আনতে বলা—কে ফুল রেখে গিয়েছিল। তাই দিয়ে ঠাকুরের ঐছবি পূজা করা (ঠাকুর ইঁহাকে 'কৃপাসিদ্ধ গোপী' বলিতেন—লীলাপ্রসঙ্গ উত্তরার্দ্ধ ২৮৪—ইনি ১৮৮২তে ঠাকুরের নিকট যান। সঃ)—পরে নিজের পা দুখানি বার করে যোগীনমাকে ইশারা করা। যোগীনমার প্রথম বুঝতে না পারা, পরে পেরে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করা। অন্য দিন 'আসি'

বল্লেই—'আবার এসো' বলতেন। সেদিন আর কিছুই বললেন না—আর দেখা হবে না ত, তাই আর কি।

এর অনেক আগে যোগীনমা একবার রামের মা (বলরামগৃহিনী) প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যান। 'ক্ষীর কমলা' ঠাকুরের জন্য নিয়া যান—তার পরদিন বলরামবাবু (রাখাল, বুড়ো গোপাল প্রভৃতি) বৃন্দাবন থেকে আসচেন শুনে এলেন (বলরাম প্রভৃতি যান ভাদ্র বা আশ্বিন September 1884)—পরের দিন আবার যোগীনমা যান। ঠাকুর বল্লেন—রাখাল, বলরাম বাবুদের উহা (ক্ষীর) খাইয়েছেন (রেখেছিলেন, আসবে শুনে)।

রামদয়াল (বলরামের পুরোহিত) অথবা মাষ্টার মহাশয়ের একদিন দক্ষিণেশ্বরে কীর্ত্তন দেওয়া। হরিপদকে দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। যোগীনমা, ভাবিনী (বাগবাজারের ব্রাহ্মণমহিলা) ইত্যাদির দক্ষিণেশ্বরে গমন। ঠাকুর কম্বল দিয়া, তাহাতে উত্তরের বারাণ্ডায় বসিতে বলা। কীর্ত্তন ভাল হলো না—লোকটি যেন হাত নেড়ে ঝগড়া করতে লাগলো। কীর্ত্তনে ঠাকুরের ভাব হোলো না। কেবল এটা ওটা নেড়ে চেড়ে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা কয়ে বেড়াতে লাগলেন। দশবার যোগীনমা প্রভৃতিদের কাছে আসতে লাগলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হোলো, তখন একটু একটু রোদ আছে। ঠাকুর রামবাবুকে (দত্ত) "কিরে, কীর্ত্তন হোলো তোরা নাচলিনি?"—রাম—"বাঁদররা কি, না নাচালে নাচে—আপনি নাচালেন না, তা কেমন ক'রে নাচবো?" যোগীনমাদের নিকট এসে ঠাকুর তাঁদের ৺কালী দেখে আসতে বল্লেন। ফিরে এসে ইঁহারা দেখলেন, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের তাঁহাকে লইয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্ত্তন—গান চলেছে—"মা কি আমার কালো। কালী মা কি কালো। যাকে হৃদয় মাঝে রাখলে পরে হৃদিপদ্ম করে আলো"—ইত্যাদি।

ঠাকুর, সবুজ জামাগায়ে, ভক্তদের মাঝে উলঙ্গ। যোগীনমারাও গিয়ে ঘরের ভিতর একপাশে দাঁড়ালেন। ঠাকুরের ভাব আর ভাঙ্গে না— রাত ৯টা বেজে গেল। ফিরতে হবেই—ভাবিনীর মা কুরুক্ষেত্র করবে। হরিপদকে সঙ্গে লইয়া যাইতে উদ্যত। ঠাকুরের ভাবাবস্থায় বিকট শব্দ করা—সকলে স্তম্ভিত। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর—"কে না খেয়ে চলে যাচ্ছে?" হরিপদ বল্লে—আমরা। ঠাকুর তাহাকে ও যোগীন-মাদের প্রসাদ দেওয়া। পরে প্রত্যাগমন—পৌছুতে রাত ১২টা হোলো।

ভাবিনী ঠাকরুণকে বলতেন—"সুক্তোয় সিদ্ধ—বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী"। যোগীনমা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া একবার যদু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে যাওয়া। সেখানে কত গান ও উপদেশ দেওয়া। গোলাপ ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া (কালীও সেদিন ছিল) বিডন গার্ডেনে তিলক (Masonic Signs) দেখিতে আসা—বেলা ৯টা হবে—সকলের ভারি পিপাসা ও ক্ষুধা পেয়েছে—২ পয়সার রসমুণ্ডি কেনা—ঠাকুর সব খেয়ে জল খেতেই সকলের ক্ষুধা শান্তি। গোলাপ ঠাকরুণ মনে করেছিল—একটা দুটো রসমুণ্ডি যা প্রসাদ থাকবে তাই খাবে। তা আর খেতে হোলো না। ঠাকুরের খাওয়াতেই সকলের শান্তি; সকলে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি—শেষ ঠাকুরকে ঐ কথা বলা।

যোগীনমা, ভাবিনীর দক্ষিণেশ্বর গমন—সঙ্গে হ্যারিসন রোডের (এটর্ণী) অভয় ঘোষের স্ত্রী (যোগীনমার দিদি) ও অভয়-ভগ্নী। অভয়-ভগ্নীর সেদিন প্রথম দেখতে আসা। ঠাকুরের ভাল কথা একটিও সেদিন বলা নয়। কেবল ভায়ের-ঘরের-গিন্নী বোনেদের ব্যাখ্যানা—লীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাব ৩৫

ঠাকুর পাকে-প্রকারে বলেছিলেন অধর সেনই (আমার আত্মীয়— শ্রীরা) রাখালের ছেলে হয়ে এসেছিল। যোগীনমা, বলরাম বাবু

ইত্যাদির সামনে ঐকথা বলেন। গৌরদাসী দক্ষিণেশ্বরে। বিশ্বেশ্বরী (রাখালপত্নী) এলো ও সেদিন রইল। ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে সকালে ডেকে আনতে বললেন। বিশ্বেশ্বরীর লজ্জা, আসবেই না, অনেক ক'রে বকে-ঝকে ঠাকুরের সামনে নিয়ে এলো। ঠাকুর রাখালকেও ডাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজনকে আশীর্ব্বাদ কল্লেন, দুজনের হাতে মিছরি মাখন খাবার দিলেন ; বিশ্বেশ্বরীর মুখের ঘোমটা খুলে দিতে বল্লেন, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে বল্লেন—কেমন সব লক্ষণ দেখেছ, আগা গোড়া সব ভাল, রাখালের যতকিছু ভক্তি ভালবাসা সব এর জন্যে। বিশ্বেশ্বরীর গর্ভাবস্থা থেকে ঠাকুরের ভাবনা ও যোগীনমার সঙ্গে পরামর্শ, কবে প্রসব হতে কোন্নগরে আনা ভাল ইত্যাদি। বিশ্বেশ্বরীর ছেলে হলে, ছেলে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসা। ঠাকুর ছেলে কোলে নিয়ে, টাকা দিয়ে, চুমু খাওয়া ও শ্রীমাকে বলে পাঠান, টাকা দিয়ে দেখতে। (ছেলের দেহান্ত দশ এগার বছর বয়সে ২০।৪।১৮৯৬)।

একবার যোগীনমার মনে বড় অশান্তি। মনে করা 'আজ ঠাকুর যেখানেই থাকুন, গিয়ে পায়ে মাথা খুঁড়বো ও সব বলবো। ভোরে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া। ঠাকুরকে দেখে—সব ভুল। গোপালের মা সেখানে সেদিন। যোগীনমার বাগানে ফুল তুলা আঁচলে। ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, উত্তরের বারাণ্ডায় দেল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে—'কি নিয়ে যাচ্ছিস্ গো ?' যোগীনমার ফুল দেখান ও কাছে এসে পায়ে ফুল দেওয়া। ঠাকুরের ভাব হয়ে (যোগীনমার প্রণাম) মাথায় পা দেওয়া। (গোপালের মা যোগীনমাকে) 'পা বুকে দে'—যোগীনমার তদ্রূপ করা। গদাধরের পাদপদ্মের মত বুক চিহ্ন হয়ে গেছে যে—জপ করতে করতে যোগীনমার শুনা, ঠাকুরের শরীর যাবার আনেক দিন পরে।

যোগীনমার আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গৌরদাসীর সঙ্গে যাওয়া। সেখানে তারকের বাপ (রামকানাই ঘোষাল) উপস্থিত। ঠাকুর তাকে পেয়ে খুব মেতে উঠেছেন—কখন তার বুকে পা দিচ্চেন, কখন মাথায়। যোগীনমার আর যেতে ইচ্ছে করে না; কিন্তু নৌকা দাঁড়ায় না—গৌরদাসীর সঙ্গে সুখচরে যাবার কথা। কাজেই ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে যাওয়া। এদিকে যোগীনমার মার (প্রায় ৮০ বৎসরে সারদানন্দমুখে শ্রীনাম শুনিতে শুনিতে গঙ্গালাভ ৪-১০-১৪ রাত্রি ৯-৪৫) দেরী দেখে গৌরদাসী তাঁকে (বাগবাজারে) ফেলেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসা ও সেখানে প্রসাদ পেয়ে খুঁজে খুঁজে সুখচরে যোগীনমার কাছে যাওয়া।…দুদিন সেখানে থেকে যোগীনমাদের ভোরে পেনেটির রামচাকি সন্দেশ কিনে (শ্যাম দেখে) দক্ষিণেশ্বরে আসা—সন্দেশের কিছু গৌরদাসীর নিত্যগোপালের জন্য রাখা—ঠাকুর তাই সন্দেশ খেতে পারেন নি, চেষ্টা ক'রে—পরে টের পাওয়া।

কাশীপুরের বাগানে একদিন 'নুনের পুঁতুলের সমুদ্র দেখতে যাবার' কথা হয়েছিল। যোগীনমা ও গোলাপ ঠাকরুণ ভোরে এসে উপস্থিত। খাবার এনেছিলেন, উপরে পাঠাতেই ঠাকুরের জিজ্ঞাসা 'কারা এসেছে'? শুনে, নীচে বসতে বলা। একটু পরেই উপরে ডেকে পাঠানো—'এরা সব তাঁর ছেলে, এখানে আসতে বলো।' একঘর ব্যাটাছেলে—তার ভিতরে দুজনের গিয়ে বসা। ঠাকুর যোগীনমাকে ডেকে বুকে মাথায় হাত দিয়ে দেওয়া। গোলাপমারও ঐরূপ দেওয়া। তারপর নীচে যেতে বলা। রাখাল মহারাজ ঠাকুরের ডানদিকে বসেছিলেন। ঠাকুরকে বল্লেন—'উনি পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম না ক'রে যান না, তাই যাচ্চেন না।' ঐ কথা শুনেই ঠাকুরের পা দুখানি বার ক'রে দেওয়া। যোগীনমার প্রণাম করে চলে আসা।

১৮৮৫ জ্যৈষ্ঠ, শেষ পেনেটির উৎসব—যারা ঠাকুরের সঙ্গে যাবে তাদের (জন ১০।১২) জন্য রাঁধতে যোগীনমাকে বলা—গোলাপ ঠাকরুণ রাঁধলেন। ভক্তেরা অনেক দেরীতে এলো—তিনি খেতে বসেছেন এমন সময়—১০।১২ জনের বেশী এলো—কাজেই সব ফুরিয়ে গেল। যোগীনমা প্রভৃতিদের খাবার রইল না। শ্রীশ্রীমা ইঁহাদের জন্য ভাত ও একটা আধটা পাকা বেগুন, কাঁচকলা ও কচু ফচু দিয়ে একটা তরকারি রেঁধে দিলেন—রান্না যেন এখন মুখে লেগে রয়েছে, এমন মিষ্টি হয়েছিল। যোগীনমা প্রভৃতির ঠাকুরের নৌকাতেই যাওয়া।

এই উৎসবের পর স্নানযাত্রার দিন। অনেকগুলি স্ত্রীভক্ত দক্ষিণেশ্বরে। তন্মধ্যে জনৈকা বিষয়ের কথা কহায় ঠাকুর বিরক্ত। আম-সন্দেশ শ্রীমার ঘরে আগে দিয়ে, পরে ঠাকুরের ঘরে রেখে গেল। উনি বল্লেন 'তা এখানে আর কেন? ঐখানে সব দিলেই হত?' মুখ একেবারে—এতখানি! বেজার হয়ে মুখ ভারি ক'রে খেতে বসলেন, কথাও কইলেন না, ভাল করে দিনে খেতেও পারলেন না···রাত্রের সুজি গোলাপমা নিয়ে এলেন, যোগীনমা সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন ধরে এলেন। কালীবাটীতে যাত্রা, আনন্দের মধ্যে এঁরা নিরানন্দ। (দিব্যভাব ২৮৭—৮৯)

১৮৮৪ সালের আষাঢ় রথে ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ীতে এসে খুব নেচেছিলেন। খুব ভাব হয়েছিল—যেমন পেনেটিতে হয়েছিল। বলরাম বাবুর বাপ (রাধামোহন বসু) তখন এখানে, তিনিও খুব নেচেছিলেন—তাঁর মালা হাতে রইল, থলিটা পড়ে গেল, হুঁস নেই। ফকীরও (বলরামের কুলগুরুপুত্র) খুব নেচেছিল। বলরাম ও সকলেও খুব নেচেছিল।

ঠাকুরের মা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আর কামারপুকুরে ফিরেন

নাই। একাদিক্রমে ১২ বৎসর গঙ্গাতীরে বাসের পর তাঁহার দেহান্ত হয়। ২৭।২।১৮৭৬—ঠাকুর প্রতিবৎসর বর্ষার সময় কামারপুকুরে যাইতেন, ঠাকুরের মা কিন্তু যাইতেন না, দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেন। একবার ঐরূপে দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুর যাত্রাকালে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া ঠাকুর নৌকায় উঠিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীমা নৌকায় উঠিলেই উহা বায়ু ও তরঙ্গের প্রবল আঘাতে ঘুরিয়া যায়। ঠাকুর তাহাতে বলেন—'পথে নারী বিবর্জ্জিতা' শ্রীশ্রীমার এ যাত্রা উচিত নহে, ঐরূপ ঘটনায় ইহাই বুঝাইতেছে। শ্রীশ্রীমাও তাঁহার ঐ কথায় সেবার আর যাইলেন না, ঠাকুরের মার নিকট রহিলেন।

গোলাপমার (কথামৃত ৩য় ভাগের শোকাতুরা ব্রাহ্মণী, আন্দাজ ৭৫ বয়সে মারবাড়ী দেহত্যাগ ২১।১২।২৪—শ্রীমা বলিতেন, যোগেন গোলাপ আমার জয়া বিজয়া) নিকট প্রাপ্ত—11 March 1885—গিরীশবাবুর বাড়ী খাওয়া—সেদিন ঠাকুর রাত্রে বলরাম বাবুর বাড়ী থাকেন। গোলাপ ঠাকরুণকে গিরীশবাবুর বাড়ীতে খায়নি বলে বকা। গোলাপের লুচি চেয়ে আনা ও খাওয়া। 12th March রাত্রে গিরীশবাবুর বাড়ী লণ্ঠন ধরে, বলরাম বাবুর বাড়ীর ভিতর দিয়ে যাওয়া—শৌচাদি ফাঁকা জায়গায় সারাই বরাবর ঠাকুরের অভ্যাস—তাই গিরীশবাবুর মাঠে জায়গা দেখতে যাওয়া।

দক্ষিণেশ্বরে রাত্র ১২-১টা—ভাবের ঘোরে বেড়াচ্ছেন···গোলাপমা দেখচেন যেন মা কালী বেড়াচ্চেন। তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো (উত্তরার্দ্ধ ১৮)

একদিন গোপালদাদার আট আনার বাজার করে গেরো দিয়ে আনা। গেরো বড় শক্ত। গোলাপমার ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলা—'ভক্তের গেরো এত শক্ত—আমি খুলতে পারলুম না'। ঠাকুর বাজার দেখে বেজার হয়ে শ্রীমাকে এসে বললেন—'এ—তো বাজার?'

শ্রীমা—'সবাই খাবে বলে'। ঠাকুর—'এখানে (কালীবাড়ীতে) একটা বন্দোবস্ত রয়েছে, তবুও এ—তো খরচ করা কেন? আর দুবেলা আগুন তাতে অত রেঁধে তোমার অসুখ করবে। তোমার অত রাঁধতে হবে নি। আমি আর ও সব খাব নি।' সে সব তরকারি কিছু খেলেন না—কালীবাড়ীতে দেওয়া হল। শ্রীমার দুঃখ হল—কাঁদলেন। ঠাকুর আবার তাঁকে বুঝিয়ে বলেন—'তোমার কষ্ট হবে বলেই বলেছি, দুবেলা আগুনতাতে অত রান্না! আর মনে করেছি, এখন থেকে আর এটা ওটা রাঁধ আর বলব নি, আকাশবৃত্তি করে থাকব—যা হোলো তাই খেলুম। তবে তোমার যেদিন যেমন রাঁধতে ইচ্ছা হয়, তা রেঁধো—আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো নি।'

শ্রীমার গহনা পরা সম্বন্ধে কথা উঠিলে ঠাকুর বলেন—সে কি? ও তো সাজে নি—আমিই তো ওকে ওসব পরিয়ে দিয়েছি; ও হচ্ছে সারদা, সরস্বতী, সাজতে গুজতে ভালবাসে; তাই দিয়েছি (শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১ম ৩০৮)—একদিন ভাবে উলঙ্গ হয়ে গোলাপ মার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠে বসলেন। খানিক থেকে গোপালের মার কোলে গিয়ে বসলেন (উত্তরার্দ্ধ ২৬৯—৭০)—গোপালের মা বললেন —তুই পিরিলি বাড়ী মেয়ে দিয়েছিলি—(মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর একমাত্র জামাতা—সঃ) তোর খাবার খাই নি, তোর কাপড় পরি নি। আমি কি জানি, গোপাল কি না ভাব হয়ে তোর ঘাড়ে গিয়ে বসল—এই বলে যোগীন প্রভৃতি আমাদের খাইয়ে দিলেন।

বাবুরামের মা (দুর্গাপঞ্চমী ১৯১৭ প্রায় আশীতে ৫৭ নম্বরে দেহান্ত) দক্ষিণেশ্বরে—কে ভক্ত অনেক খাবার পাঠিয়েছে— ভক্তেরা কেউ সেদিন আসেনি—ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে "আজ কেউ নেই, এতসব খায় কে?" প্রসন্নর সঙ্গে (প্র-র) দিদিমা উপস্থিত। বাবুরামের মা—আপনি ভাবছিলেন, কে খাবে—এই সব এলো।

ঠাকুর—আছা, তোমার কি কথা গো? আমার ভক্তদের জন্যে পাঠিয়েচে, আর আমি এসব পঞ্চে প্যালাকে দিয়ে খাইয়ে দি? (বাবুরামের মা অপ্রস্তুত) রামলাল এসে টিনের বাক্স খুলে পয়সা নেওয়া—ঠাকুরের জিজ্ঞাসা—পয়সা নিচ্চিস্ যে? রামলাল—এই এঁরা সব এসেচেন, তাই এঁদের জন্যে কিছু জলখাবার কিনে আনবো। ঠাকুর ব্যাজার হয়ে—ও পয়সা তোমার নিতে হবে নি। ও সুরেন্দর ভক্তসেবার জন্যে দিয়েছে। তোমার পয়সা থাকে, দিয়ে কিনে আনো। (রামলালের বাক্স বন্ধ করে বাইরে যাওয়া) ঠাকুর খানিক বাদে রামলালকে ডাকিয়ে—'খাতাঞ্জিকে ব'লে ওদের সিদে দিইয়ে দাও, আর জলখাবার জন্যে আধপয়সার বাতাসা দিইও। হাঁড়ি কাঠ দিয়ো, গাছতলায় রেঁধে খাবে।'

(দিদিমার ঠাকুরের ঘরে এসে, ব'সে কান্না) ঠাকুর তাই দেখে ভাবের ঘোরে বলছেন—"তুমি কাঁদছো কেন গো—আমি খুব ভালবাসি, মাথায় রাখি, গলায় হার ক'রে পরি। তোমার মেয়ের—খুব ভাল-বাসি।" (বাবুরামের মা একেবারে লজ্জা ঘেন্নায় মরে যাওয়া—দেখে শুনে অবাক!) (দিদিমার উঠে যাওয়া) ঠাকুর বাবুরাম মহারাজের মাকে—'ও লোক ভাল না; বাড়ীতে গেছলুম, সর করেছিল, খেতে চেয়েছিলাম, আমায় খেতে দেয় নি। (ছেলেমানুষের মত ঐ কথা শুনে বাবুরামের মা হেসে আকুল) ঠাকুর—হ্যাঁ গো, সত্যি খেতে দেয়নি। (From রাখাল বা যোগীনমা) (নহবতের দিকে দেখিয়ে) ওর একটা কাল্‌টে (কালো) নরুণমুখো ভাই আছে, সে মাঝে মাঝে এসে ওর ঠেঙ্গে যত কিছু পয়সা কড়ি সব ভোগা দিয়ে নিয়ে যায়।

তেজচন্দ্র (মিত্র—আন্দাজ ৪৯ বয়সে ১৬।৯।১২ বাগবাজারে সাধুমুখে প্রভুর নাম শুনিতে শুনিতে লোভনীয় গঙ্গালাভ) তেজচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত—প্রথমদর্শন—১৮৮৩ গ্রীষ্মকালে (April?) হরি বাবুর

(তুরীয়ানন্দ) সঙ্গে যাওয়া। হরি—'চ, সাধু দেখে আসি'। তে—'চলুন'। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন কে কে উপস্থিত—রবিবার—বলরাম, মাষ্টার মশায়। ঠাকুর নামধাম জিজ্ঞাসা ক'রে—"বেশ, বেশ, এখানে আসা যাওয়া করো"। তারপর হরিমহারাজকে তেজুর বিষয় জিজ্ঞাসা করা আড়ালে। দ্বিতীয় দর্শন—হরি মহারাজ বল্লেন 'এবার যেদিন যাবি, তুই একলা যাবি'। একদিন হরির বাড়ীতে দেখা পেলুম না। তাই বরাবর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলুম—ঠাকুর দেখে খুসী—'এসেছ, বেশ, বেশ'। সেদিন কে কে ছিল—মনে নাই। তারপর দক্ষিণের লম্বা বারাণ্ডায় (শনিবার) বুকে জিভে, হাত দিয়ে, (দীক্ষা) দিলেন। ঠা—তোমার কাকে ভাল লাগে, কোন্ দেবতাকে ? তে—চুপ করে রয়েচি। ঠা—তুমি বলবে না, বুঝি ? আচ্ছা,—একে, না ? (মা কালীকে দেখিয়ে) তে—(ঘাড় নাড়া)—ঠাকুর কর্ত্তৃক ঐ মন্ত্র দিয়ে দেওয়া। পরে—তে—মশাই, আপনি তো এই কল্লেন, কিন্তু আমাদের পৈতৃক গুরু আছে যে ; সে রাগ করলে তো খারাপ হবে না ? ঠা—ক্যান্ রে ? তার কাছ থেকেও মন্ত্রটা নিয়ে নিবি। আর যদি মন্ত্র না নিস্, তো তার যা পাওনা থোওনা, তা তাকে দিবি।—২য় দর্শনের দিন—পূর্ব্ব দক্ষিণের বারাণ্ডায় ঠাকুর খাইয়ে দিলেন। খেয়ে দেয়ে, সমস্ত দিন থেকে চলে আসা। ৩য় বা ৪র্থ দর্শনের দিন স্বামীজীর সহিত দেখা। বাবুরামের সহিতও দেখা হয়। ১৮৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা ফলহারিণী পূজার দিন গিয়েছি, হরি কি নারাণও ছিল। বল্লেন 'আজ রাত্রে তোকে থাকতে হবে'। এদিকে উনি বলচেন, আর তখন বাড়ী ছেড়ে কোথাও কোনদিন থাকি টাকি নি—মনে একটা বিষম 'কি করি' 'কি করি' তোলাপাড়া হতে লাগলো। বল্লুম, মশাই, এখানে থাকবো, কোথায় খাবো ? ঠা—'সে তোর ভাবতে হবেনি, আমি তোকে

খাওয়াব'। কাজেই থেকে গেলুম, হরি বা নারাণকে দিয়ে ব'লে পাঠালুম। রাত দুপুরের সময় আমায় ডেকে নিয়ে কালীঘরে গেলেন ও পূর্ব্বোক্তভাবে মন্ত্র দিয়ে দিলেন। তারপর রাত ১টা ১॥০ টায় খাওয়ালেন।

প্রথম দর্শনের দিন জিজ্ঞাসা করেন—'বে করেচিস্?' তে—'আজ্ঞে হাঁ'। ঠা—তা, করেচিস্, করেচিস।—কালী পূজার দিন—'তোকে আর আসতে হবে নি। তা ভাবতে হবে নি তোকে। বেশী ছেলে পুলেও হবে নি।' (ইঁহার একমাত্র পুত্র)—পরে একদিন—'তোর পরিবারকে একদিন দেখাতে পারিস?' তে—কেমন ক'রে দেখাব মশাই? (পারিবারিক বেজায় আবরু বিধায়—সঃ) ঠা—'আচ্ছা, হরিকে একদিন দেখাস, তা হলেই হবে।' (তারপর একদিন হরিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেন। হরি বলেন, বেশ ভাল, ইত্যাদি।) মন্ত্র দেবার পর, ঘরে এসে সব ছবি দেখিয়ে বল্লেন 'তুই কি চাস্?' তেজ—মনে উঠলো, টাকা চাই।—চুপ করে থাকা। ঠাকুর—আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি, তুই কি চাস্। (তারপর ঘরের সব ছবি দেখিয়ে) এর ভেতর কি নিবি? তে—আপনার ঘরের জিনিষ, আমি নেব না। —পরদিন সকালে হেঁটে ফেরা বাড়ীতে। বাবুরামের তেজচন্দ্রকে একসময় প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা, ঠাকুরকে কেমন দেখলে? তেজচন্দ্রের কিছু না বলা—'কি ভাবি আপনাকে তা বলবো কেন?'—বাগবাজার Gymnastic আখড়ার ধারে একদিন ঠাকুরের তেজচন্দ্রর জন্য (তে—পালওয়ান ছিলেন, সঃ) খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ঠাকুরের সঙ্গে মণি মল্লিকের বাড়ী উৎসবে যাওয়া, অধর সেনের বাড়ী যাওয়া, রামদাদার বাড়ী হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিতে যাওয়া। যদু মল্লিকের বাড়ী. ঠাকুরের শরীর রক্ষা—যদুর মাতাকে ঠাকুরের শিক্ষা দেওয়া —মাহেশের রথে ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়া।

From Kishorey m. Ray (আবদুল) (দাড়িথাকায় এই রহস্যসূচক নাম মহারাজদের দেওয়া—সঃ)

"স্ত্রীর সঙ্গে কথা ছিল, দুজনে এক সঙ্গে এক জায়গায় মন্ত্র নেবো। তারপর একদিন আফিসে বসে আছি, স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি এলো (স্ত্রী তখন বাপের বাড়ীতে)। তাতে লিখেছে টাকা পাঠাতে, কারণ সে তার মার সঙ্গে মন্ত্র নেবে (অন্যত্র) স্থির করেছে! পড়েই তো একেবারে চটে গেলুম—একেবারে মহা বৈরাগ্য, আর কাজটাজ করবো না। অফিস থেকে তখনি চলে কাশীপুরে এলুম। সেদিন জনৈক দরোয়ান হয়ে বসেছে, কাকেও ওপরে যেতে দিচ্চে না। আমি তা জানি না, যেমন সিঁড়ির কাছে গিয়েছি, অমনি লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে, যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি! মন বড় খারাপ হল, চোখ দিয়ে জল পড়ল। চলে যাচ্চি, স্বামীজী এসে ধরলে। বললে—তুই আজ অমন হয়েছিস্ কেন রে? সব বললুম। স্বা—আজ একটা গোলমাল হয়েছে বটে। উনি (ঠাকুর) আজ এখনও খান নাই (তখন বেলা ৩টা)। কোন ভক্তের বাড়ী থেকে যত মেয়েছেলে এসে, না বলে কয়ে, ওপরে উঠে ঠাকুরকে নাকি বিরক্ত করেচে, তাই। তা আমাদের উটি তো হোঁতকা, তোকে বুঝিয়ে বললেই হত। যাক্—চ, ওপরে যাবি? হয়ত তোকে দেখে, ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুর তোর হাতে খেতে চাইবেন। তোদের সব ভালবাসেন কি না।

আমি তো যাব না। স্বামীজী ধ'রে এনে, দারোয়ানকে ব'কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে উঠিয়ে দিলেন। কাজেই সিঁড়ি উঠে দোরের গোড়া থেকে উঁকিমেরে ঠাকুরকে দেখে প্রণাম ক'রে চলে আসচি—ঠাকুর ইশারা করে ডাকলেন। আমি বললুম—না মশাই, দারোয়ান গাল দেবে। ঠাকুর কলা দেখিয়ে বললেন 'আয়'। তারপর গলা দেখালেন। আমি বললুম—আজ বড় শুকিয়ে গেচেন,

বোধ হয় খাওয়া হয় নি। কিছু খাবার এনে দেব? তিনি ঘরের ভেতরই সুজি তৈয়ার করা ছিল—দেখিয়ে—গরম করে দিতে বললেন। খাওয়া হলে ঠাকুর বললেন—'আমলকি পাওয়া যায়—আনতে পারিস?' বলেই শীলেদের বাগানে গোপালদাদার সঙ্গে গিয়ে আমলকি আনতে পাঠালেন। আর খাবার সময় গোপালদাদাকে বললেন 'ওকে সুরেশ মিত্তিরির স্ত্রীর মন্ত্র নেওয়ার কথাটা বলিস তো।' আমি শুনে অবাক্—কেমনতর একরকম হয়ে গেলুম।

তারপর গোপালদাদাকে জিজ্ঞাসা করায় বললে—'জানিস্ নি, সুরেশ বাবুর স্ত্রী (অন্যত্র) মন্ত্র নেবে। সুরেশ বাবু নিতে দেয় নি। তাতে বাড়ীতে খুব গোল হয়ে, সেকথা ঠাকুরের কাণে ওঠে। তাইতে ঠাকুর সুরেশ বাবুকে বলেন—সুরেশ, তোর স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হয়, তা হলে তুই কিছু করতে পারিস?' সু—তা কেমন ক'রে পারব? ঠা—তবে সে মন্ত্র নেবে, সৎকাজ করবে, তাতে বাধা দিস্ কেন?

শুনে আমার শিক্ষা হয়ে গেল। (ইনি কথামৃতের কিশোরী নন। স্বতন্ত্র। ইনি আন্দাজ ১৯১০ উদ্বোধন কার্য্যালয়ে কিছুকাল কাজ করেন। বাড়ী—বনহুগলী)

অতুল বাবুর (গিরিশ বাবুর চতুর্থ কনিষ্ঠ সহোদর) নিকট হতে প্রাপ্ত—(ওরফে নকর্ত্তা) "তা বুঝি জান না—আমি তো কিছুই বড় একটা নিয়ে যেতুম না। অপর সকলে তাঁর জন্য কত কি নিয়ে যেত। একদিন কাশীপুরে তাঁর নিকট বসে বসে মনে হল—তা না হয়, যদি কিছু মুখ ফুটে নিজে চান, তো এনে দেওয়া যাবে। মনেও হওয়া, আর তিনি বলচেন—'আমার বার্লিটা ফুরিয়েচে; রাখাল দ্যাখ্ তো।' রাখাল কৌটা খুলিয়া দেখে—সত্যই নাই। ঠাকুর অতুলকে—'তুমি কালই ১ টিন বার্লি কিনে, আমায় পাঠিয়ে দেবে?' আমি ইতস্ততঃ করচি, কালই কেমন ক'রে পাঠাই? অমনি তিনি বল্লেন—

তুমি কাল সকালেই বার্লিটা কিনে বলরামের কাছে পাঠিয়ে বোলো যে তাঁর আজ খাবার বার্লি নাই, আজই পাঠাতে হবে ; তা হলেই সে পাঠিয়ে দেবে।

অতুলের প্রথম দর্শন—দীনু বোসের বাড়ী যখন ঠাকুর আসতেন আর মেজদাদা (G. C.) একদিন দেখতে যান, সেদিন মেজদাদাকে জিজ্ঞাসা করি 'কেমন দেখলে ?' উনি উত্তরে বলেন—'একটা ভণ্ডকে ধরে এনেছে !' কাজেই উনিই আমায় ভাঙ্গচি দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর যখন ওঁরা তাঁর (ঠাকুরের) কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলেন তখন দেবেন বাবুতে (মজুমদার) আর ওঁতে বসে ফুস্ ফুস্ ক'রে তাঁব কথা কন, আমায় সব লুকোন। একদিন (সম্ভবতঃ ১৮৮৫ মার্চ) দেবেন, হরিপদ ও উনি বসে ঐরূপ ফিস্ ফিস্ কচ্ছেন, এমন সময় আমি গিয়ে সেখানে বসলুম—'কি কথা হচ্ছে—পরমহংসের ? তোমাদের ও তো পরমহংস নয়, ও রাজহংস—লালপেড়ে কাপড় খানি, বার্নিস চটিটি, গায়ে জামাটি সব পরা আছে, খাটে গদিতে শোয়া আছে, ইত্যাদি। আমি ঐরূপ বলছি, এমন সময় তিনি (ঠাকুর) উপরে এসে পশ্চিম দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে করতে (How deeply *dramatic* in a dramatist's place ! Ed) বললেন 'ভগবানের ইচ্ছায় এলুম, গিরীশ।' তিনি আমাদের সামনে দিয়ে অতটা এসেছেন হেঁটে, তারপর বাড়ী ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছেন, আমরা কেউ জানতে পারি নি—যতক্ষণ না তিনি ঐ কথা বললেন। চেয়ে দেখি—ঠাকুর—সঙ্গে নারাণ। মেজদাদা ও আর সকলে তো একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কল্লেন—লোকটা যাই হোন ব্রাহ্মণ—আর বাড়ীতে এসেছেন। তারপর প্রপিতামহের শিক্ষা ছিল 'ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করবি, গুঁপো বামুনদেরও একটা করিস্' —কাজেই আমিও হাত তুলে একটা প্রতিনমস্কার করলুম।

ঠাকুর ঘরের ভেতর এসে বসলেন। মেজদাদা তাঁর সামনে ও আমি মেজদাদার পাশে বসলুম—আর সব্বাই ঘিরে বসলো। বসেই মেজদাদা আমায় দেখিয়ে ঠাকুরকে—ইনি আমার ভাই, কিন্তু হলে কি হবে। ইনি আপনার নিন্দা করেন, এইমাত্র করছিলেন।—বলেই আমাকে বললেন, এখন যে চুপ করে রয়েছ? Now, you are *charmed* by His Presence!—শুনে ভাবলুম,—বটে? আমি তোমার পরমহংসকে থোড়াই ভয় করি।—ভেবেই ঠাকুরকে বললুম—মশাই, আপনি পরমহংস নন, রাজহংস, এই কথা আমি বলছিলাম। ঠাকুর (শুনে মেজদাদাকে)—উনি তো নিন্দা করে নি, হংসের স্বভাব দুধে জলে মিশিয়ে দিলে, দুধটুকু চুষে খায়। আর কাশীতে যাও তো দেখবে, পরমহংসের ভিড়, গায়ে গায়ে পায়ে পায়ে ঠেকে—উনি আমাকে তাদের রাজা বলেছে, তা বেশ তো বলেছে।

আমি ভাবলুম 'এ খুব তৈয়ের দেখছি, কোন কথাই গায়ে নিচ্চে না, সব ঝেড়ে ফেলচে—আচ্ছা, দেখছি কতখানি অভিমান আছে—(প্রকাশ্যে)—'মশাই, আপনার নাম কি?' ঠাকুর (পূর্ব্বের ন্যায় আমার পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে) আমাদের আবার নাম কিগো? "ওগো, হাঁগো" যা হয় একটা বলে ডাকলেই হবে—বুঝতে পারলেই হোলো।—আমি ভাবলুম 'এ কি? এ যেন Thought-reading দেখছি! কারণ আমিও তখন ঐবিষয়ের একটু আধটু চর্চ্চা করছিলাম, আর লোকের মনের কথা এক আধটা বলতেও পাচ্ছিলাম।'

ঠাকুর, ঝেড়ে দেওয়ার ভাবে, হাত বুলুতে বুলুতে আরও বলতে লাগলেন—"তোমাকে দেখে আগে আমার ভয় হতো। সেদিন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি, নারাণের সঙ্গে। গিরীশ বাড়ী ছিল না। তুমি চৌমাথায় রকে বসেছিলে। নারাণ বললে—গিরীশ বাবুর ভাই

বসে আছেন—জিজ্ঞাসা করবো?—গি-বাবু কোথায় গিয়েচেন? আমি বললুম—না। চল্ বলরামের বাড়ী যাই। তোমায় দেখে ভয় হোলো—তোমার দাড়ি দেখে—কেন বল দিকি? আজ তো ভয় কচ্চে না!—আমি—তা মশাই, কেমন করে বলবো, কেন ভয় হলো, আর কেনই বা আজ হচ্চে না—আমি তো সেই মানুষই রয়েছি, আর দাড়িও তো সেই রকম রয়েছে (অ—বাবু উকীল—সঃ)! —এমন সময় শ্রীম—, পল্টু, ছোট নরেন প্রভৃতি তিন চার জন এলো। ঠাকুর (ম—কে দেখেই নমস্কার ক'রে) "এস, এস, সাড়ে তিন খানা পাশ এস'। ম—প্রভৃতি হাসতে হাসতে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে, অপর বিছানাটিতে (তখন. বৈঠকখানায় আমাদের মাঝে একটু ফাঁক রেখে দুটি বসবার জায়গা বিছান হত) বসলো। সাকার নিরাকার কথা উঠলো (লীলাপ্রসঙ্গ পূর্ব্বার্দ্ধ ৯০)—তারপর কথা উঠলো—জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়? ঠা—দুটোই পথ, দুটো দিয়েই বস্তু (ভগবান) লাভ হয়। জ্ঞান দিয়ে যেখানে পৌছান যায় ভক্তি দিয়েও সেইখানে পৌছান যায়। আর পৌছে দ্যাখে, শুদ্ধাভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান, দুই এক।—এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে চলে গেলেন।

From বৈকুণ্ঠ সান্যাল—১ম দর্শন, বালি শ্বশুর বাড়ী হতে—ঠাকুর প্রসাদ বিলুচ্চেন "আমি ঝাল দিয়ে পচা মাছ রেঁধেচি"—বড় মধুর স্বর। পুরোহিত মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মোপলব্ধি নিয়ে ঝগড়া ও শোনা "আমরা সব জুয়াচোর, মুখে যা বলি, কাজে তা করিনি, যদি তা দেখতে চাও "দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষ আছেন, সেখানে যাও"। গগনের through দিয়ে বাবুরামকে জোগাড় ও সঙ্গে যাওয়া (১৮৮৩ Sept or Oct) বাবুরাম Entrance Examএ তৈয়ার হবার জন্য সেদিন সকালে ঠাকুরকে 'পড়তে হবে' বলে বিদায় নিয়ে

আসে। ফের বিকালে গিয়েছে দেখে ঠাকুর—কি রে, তুই যে আবার এলি ? সেথো হয়ে এসেছিস বুঝি ? (বাইরে উত্তরের লম্বা বারাণ্ডায় হুটকো গেরুয়া কাপড় পরে বসেছিল)—ঠাকুর সেদিন তাঁর ঘরের উত্তরের দরজার কাছে মেঝেয় বসে—রামদাদা (somewhat) কথক 'ধ্রুবচরিত্র' কথা কচ্চে—ভাল লাগল না—ঠাকুরের ভাব হয়ে ঘাড়টি বেঁকে যেতে লাগল—রামদাদা বাবুরামকে—'ঘাড়টি সোজা করে দাও, ব্যথাট্যাথা হবে'। বাবুরাম তৎকরণ। পরিচয় নেবার পর, ভাব হয়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে ঠাকুর—'তা তোমার সঙ্গে আজ আর কথাটথা হলো না, আবার এস, ভগবৎকথা শুনলে কেমন বেহুঁস হয়ে যাই। তামাক টামাক খাও ? সাণ্ডেল—হাঁ মশাই, খাই। 'ও রামলাল, এঁকে তামাক খাওয়া'।—চলে আসা। ২য় দর্শনে—'মন্ত্র দিতে হবে'। ঠা—আমি উপগুরু হতে পারি, গুরু হওয়া বড় শক্ত। কলকাতায় কেউ নেই—যার কাছ থেকে নিতে পার ? সা—কাউকেও পছন্দ হয় না। তা নইলে আপনার কাছে আসব কেন—কলকাতায় ঢের লোক আছে। ঠা—আচ্ছা, আচ্ছা, আজ নয়। একদিন শনি মঙ্গলবারে এস। ৩য় দর্শনে—মন্ত্র দেওয়া, খেতে বলা ঐখানে (সেদিন মাষ্টার মশাই ওখানে)—'কৈবর্ত্তের ভাত খাব না'—ঠাকুরের পাতে খাওয়া ও মাষ্টারের জন্য কিছু প্রসাদ রাখা। তারপর ঠাকুরের বুঝিয়ে বলা 'এবার যেদিন আসবে ওখানে (মন্দিরে) গিয়ে খেও, রামলাল বিরক্ত হয়, তোমার সাধ তো হলো। সা—আচ্ছা মশায়। ৪র্থ দর্শনে—মণি মল্লিকের বাড়ী উৎসব ও "লীলাপ্রসঙ্গ"-কারের সঙ্গে দেখা। দক্ষিণেশ্বরে একদিন বালি থেকে একজন বামুন এসে ওঁকে জিজ্ঞাসা—'আপনার নাম' ? ইত্যাদি। সা—কেন, তুমি কি মেয়ের বে দেবে ? (বামুন চুপ একেবারে) —ঠাকুর (তাকে বুঝিয়ে) ও ছেলেটি আমার কাছে নতুন আসচে।—

বামনী দক্ষিণেশ্বরে প্রথমদিন বৈকালে আসে। বামনীই মথুরকে বলে দেয়, পণ্ডিতদের আনতে। প্রমাণ করবে—রোগ নয়, মহাভাবে ওরূপ হয়।

নানাকথা—আশ্রিত ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের আচরণ বিভিন্ন কালে প্রয়োজনমত বিভিন্নপ্রকার দেখা যাইত। তাহাদের দোষ সংশোধনের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। স্বামী সারদানন্দ বলিতেন তাই Our movement is also a *reform* movement.—শ্যামপুকুরের বাসায় শ্রীমা আসার পরদিন জনৈক ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছে। তার আগের দিন রামদাদা প্রভৃতি এই জনৈককে বকাবকি করে তাড়িয়েছিলেন। আর ঠাকুর এই দিন মাকে বলচেন—'ওকে আসতে দিও না, মানা কর, দোরটা বন্ধ করে দাও না'। মা—'আমি তো পারব নি'। এই ব্যক্তির কিন্তু তাতে মনে কিছু হল না (ঠাকুর পরে তাকে নেবেন কি না, সঃ)। মনে হল, যেন একটা বেশ রঙ্গ বা রহস্য। আর ভাবলে—ঠাকুরকে বুঝা দায়। কাশীপুরের বাসায় ইহাকে বলা—'ওগো, এই তো সতীর হাতে (শ্রীমার) খাচ্চি (গলা দেখিয়ে) কিন্তু কিছুই হচ্ছে না!' কাশীপুরে প্রথম প্রথন ইহার জিনিষ নিজেও খান নি, ভক্তদেরও খেতে দেন নি। বামুন চাকর মালীদের দিয়ে ছিলেন। তারপর শ্রীমার অসুখ হলে আবার ইহার হাতে খান।

ঠাকুরের কোন কৃপাপাত্রের চরিত্র মলিন হয়। ইনি বড় সরল বিধায় ঠাকুরকে সত্যকথা বলেন। ঠা—কে তোকে মুগ্ধ করেছে চল্ তাকে দেখবো। ইঁহার সহিত গিয়া তাহাকে দেখিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সমাধিস্থ হন ও পড়িয়া যান। এই ভক্তের গায়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ইনি ঠাকুরকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেদিন তাঁহার প্রাণ অপঘাত হইতে রক্ষা করেন।

জনৈকের পূর্ব্বে স্বভাবে কিছু গলতি ছিল। তাহাকে বিশেষ

ভাবে নিষেধ করলেন, কুলোকের সহিত পরিচয় না রাখিতে। বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা এ ব্যক্তি প্রকাশ করায় ঠাকুর নিষেধ করেন। হাত নেড়ে—কি করতে যাবি? যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে। ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তেরাও ইহাকে বৃন্দাবন যাইতে মানা করেন। পরিশেষে কাহারও বাধা না মানিয়া, চলিয়া যায়। ঠাকুরের অপার স্নেহ ও অতুল ক্ষমা। কাশীপুর বাগানে যখন অন্য একজন বৃন্দাবন যাত্রা মানসে তাঁহার নিকট প্রণাম করলেন ঠাকুর বললেন, ওগো, তাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিস্।